দূরসঞ্চার কর্মী

বি এস এন এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শাখা

সম্পাদক ঃ অনিমেষ মিত্র | সহযোগী সম্পাদক ঃ আশীষ দাশ

অক্টোবর ২০১১ | ভল্যুম - ১০ সংখ্যা -১০

Web Site : www.bsnleuwb.net | E-mail : mail@bsnleuwb.net

সম্পাদকীয় ... বিএসএনএল ধর্মঘট হবে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে

সবাইকে সঙ্গে নিয়েই ধর্মঘট করতে চায় বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিও তাই মনে করে। তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ১০ই অক্টোবরের বিএসএনএল ধর্মঘট। ভিআরএস-এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট হবেই। যদিও গত ২২শে সেপ্টেম্বর ৯টি সংগঠনের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ধর্মঘটের নোটিশ জমা দেয় সিএমডি/বিএসএনএল-কে, তারপরই ম্যানেজমেন্ট ভিআরএস নিয়ে সংগঠনগুলির সাথে আলোচনায় বসে। প্রায় সকলেই ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছে কর্মীসংকোচনের পলিসি ভিআরএস প্রস্তাব বাতিল কর। নতুবা লড়াই হবে। এনএফটিই ও এফএনটিও-কে যুক্ত করেই এই লড়াই লড়তে চায় জেসিএ। তাই, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ধর্মঘটে যাবার প্রস্তুতি নিতে বলেছে জেএসি। ধর্মঘট ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ভিন্ন কোনো পথ নেই বলে কর্মচারীরা মনে করছেন। বোনাসের দাবি আরও একবার খারিজ করল ম্যানেজমেন্ট তথা কেন্দ্রীয় সরকার। ৭৮.২ শতাংশ ডিএ সংযুক্তিকরণের দাবি আগেই খারিজ করেছিল প্রশাসন। সর্বশেষ গত মাসের সিদ্ধান্ত মেডিক্যাল ভাতা, এলটিসি, লিভ এনক্যাশমেন্ট প্রভৃতি আর্থিক সুবিধা সংকোচনের একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিএসএনএল-এর রুগ্নতা বা দায়ভার কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। আমরা এ অবস্থা মেনে নিতে পারি না। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী অনশনের মাধ্যমে ক্ষুব্ধ কর্মচারীরা জানিয়ে দিয়েছেন কর্মচারী সংখ্যা বা বেতনভাতার খরচের জন্য বিএসএনএল রুগ্ন নয়, কেন্দ্রীয় সরকারী নীতিতে বিএসএনএল রুগ্ন। তাই সিএমডি-র কাছে ধর্মঘটের দাবিসনদে বলা হয়েছে — "বিএসএনএল স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিলেই বিএসএনএল তার রুগ্নতা কাটিয়ে তুলতে পারবে।"

কর্মচারী আন্দোলনের মনোবল ভাঙতেই আনা হয়েছে ভিআরএস। ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করতে কর্মচারীদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। শ্রমের প্রয়োগে সম্পদ সৃষ্টি করে মজুরি উপার্জন না করে ব্যাঙ্কের সুদের টাকায় ভবিষ্যৎ দিনের সোনালি স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিশ্বায়নের প্রবক্তা তথা কারিগর স্যাম পিত্রোদা, যার সুপারিশ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএনএল বোর্ড।

ফলে লড়াই অবশ্যম্ভাবী, ধর্মঘট হবেই। অক্টোবরে না হয়ে নভেম্বর মাসে হবে। কিছুটা সময় পাওয়া গেল। তা কাজে লাগিয়ে ঐক্য আরও জোরদার করতে হবে। পৌঁছতে হবে প্রতিটি কর্মচারীর কাছে। বলতে হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভিআরএস-এর কাছে আত্মসমর্পণ না করে মুখোমুখি লড়াই-এর প্রস্তুতি গড়ে তুলুন। বিলগ্নীকরণ নীতি পরাস্ত হয়েছে ঐক্যের কাছে, ভিআরএস-ও পরাস্ত হবেই।

শারদীয়া ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন